গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
www.modmr.gov.bd

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস
INTERNATIONAL DAY FOR
DISASTER RISK
REDUCTION

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২৩

☐ বিশেষ ক্রোড়পত্র ☐ প্রকাশনা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় **২৮ আশ্বিন ১৪৩০, ১৩ অক্টোবর ২০২৩**

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস- ২০২৩' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সারা বিশ্বেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকেও প্রতিবছরই কোনো না কোনো বড়ো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। দুর্যোগে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখেরও অধিক মানুষের মৃত্যু এবং তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অবহেলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীরভাবে ব্যথিত করে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু আঠারো হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপি'র যাত্রা শুরু করেছিলেন, যারা আগাম সতর্কসংকেত প্রচার এবং সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জানমাল রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণের কাজও তখন থেকেই শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ মোকাবিলায় নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে আজ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক এখন ৭৬ হাজার, যার মধ্যে ৫০% নারী সেচ্ছাসেবক।

যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী, শিশু প্রতিবন্ধী, বয়োবৃদ্ধ ও সমাজের পিছিয়ে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থায় বিনিয়োগ ও সামাজিক সুরক্ষার অভাবে দরিদ্র জনগণ তাদের সীমিত সম্পদের ব্যবহার করে দুর্যোগের ক্ষতি সামাল দিতে গিয়ে আরো দরিদ্রতায় নিমজ্জিত হয়। সবার জন্য দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যত গড়তে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের নানা পরিষেবাগুলোতে সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সে প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সকলের জন্য সমানাধিকার, জনগণের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস- ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২৩

মোঃ মিজানুর রহমান

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করার লক্ষ্যে দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা তৈরি এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের বৈশ্বিক চর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আহ্বানে ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস এর সূচনা হয়। প্রতিবছর ১৩ অক্টোবর বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে এ দিবস পালিত হয়। সারা বিশ্বের মানুষ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন যে দুর্যোগ ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে তা মোকাবিলা করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। এ বৎসরের প্রতিপাদ্য:

"Fighting inequality for a resilient future"

"অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি"

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহিত সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশান ২০১৫-৩০ এ বাংলাদেশ স্বাক্ষর প্রদানকারী দেশ হিসেবে কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৩ দুর্যোগ ঝুঁকিতে বিভিন্ন ধরণের অসমতা যেমন- লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, বর্ণ, আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অসমতা নির্ধারণ ও দূরীকরণে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। দুর্যোগ ঘটার ফলে অসমতা, অসহনশীলতা আরো বৃদ্ধি পায়, এবং অসমতা দারিদ্রতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রভাবক। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, টর্নেডো, খরা, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তনগত কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা ইত্যাদি মোকাবিলা করে চলেছে। অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপণ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় আধুনিক বিশ্বের কাছে অন্যতম দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় বর্তমানে ০৫ দিন পূর্বেই বন্যা ও ১০ দিন পূর্বে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রদান সম্ভব।

খ) টোল-ফ্রি নম্বর 1090-এ ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR) এবং কমিউনিটি রেডিও, বেতার, টেলিভিশন এবং এলাকায় মাইকিং ও মোবাইল এলার্টের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) এর আলোকে সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NDMRTI) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক, এনজিও কর্মী ও স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

ঙ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে ১,৬৭,৯২৪টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২৪,২৬৩টি নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ৩২৭টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৫৫০টির নির্মাণ কাজ চলমান; ২৫৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৪৮টি নির্মাণ কাজ চলমান; ১৭২টি মুজিবকিল্লা এবং ২৭৮টি চলমান; ৩১,৭৬৩টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ এবং ৮,১৯১টি নির্মাণ চলমান; ৬৬ টি ত্রাণ গুদাম নির্মাণ এবং গ্রামীণ রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের নিমিত্ত ৫৩২৯.৭৬ কি.মি এইচবিবিকরণ এবং ৮৭৯.৫০ কি.মি চলমান আছে।

চ) দুর্যোগকালীন প্রতিবন্ধী/বয়স্ক/মহিলা/শিশুদেরকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেয়ার জন্য ২৪টি বন্যা/প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ জেলায় ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat বিতরণ এবং বজ্রপাতে প্রাণহানি কমানোর জন্য ১৫টি জেলার ১৩৫ উপজেলায় ৩৩৫টি বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হয়েছে।

ছ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সরবরাহের জন্য ৬৪ মিটারের ২টি ও ৫৪ মিটারের ৪টি মোট ৬ (ছয়)টি এরিয়েল প্লাটফরম ল্যাডার এবং ৩৮ মিটারের ৫টি মোট ১১টি এরিয়েল প্লাটফরম ল্যাডার; সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ভেস্ট, রেইন কোট, হার্ড হ্যাট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট ক্রয়পূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্ধার কার্য পরিচালনা ও অনুসন্ধান কাজে সরাসরি যুক্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। এছাড়াও ভূমিকম্পসহ বড়ো ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বিতভাবে মোকাবিলার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সেন্টার হিসেবে 'National Emergency Operation Center (NEOC)' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স শুরু করেছে। উপরিউক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সবধরনের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে। যে কোনো দুর্যোগে আগাম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারলেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব হবে। ☐

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

লেখক : মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- 'Fighting incquality for a resilient future' অর্থাৎ 'অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টেকসই ও সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে আগাম সতর্ক বার্তা উপকূলীয় এলাকার জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি (সিপিপি)' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি দুর্যোগ মোকাবিলার উন্নত টেলিযোগাযোগ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জাতির পিতা ঘূর্ণিঝড় থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় সেই সময় উপকূলীয় অঞ্চলে ১৭২ টি উঁচু মাটির কিল্লা তৈরি করেন, যা 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে ও দুর্যোগ সহনশীল দেশ গঠনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা ও দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে মোবাইলে ১০৯০ (টোল ফ্রি) Interactive Voice Recponse (IVR) সেবা চালু করা হয়েছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতেও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী, প্রবীণ নাগরিক ও শিশুসহ সকল স্তরের জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো ও নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক ঝুঁকিহ্রাস এবং সাড়াদান কার্যক্রমের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলমান রাখার লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও ভিজিএফ কর্মসূচি ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রস্তুতি তথা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে গৃহহীনদের জন্য নির্মিত হয়েছে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ। বজ্রপাতে প্রাণহানি রোধকল্পে বজ্রপাতপ্রবণ এলাকায় বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হয়েছে।

দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা উপকূলীয় সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকার জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিনিয়োগ, দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নতুন বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং দুর্যোগের প্রস্তুতি ও উদ্ধার কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবীদের নিবেদিত প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে সম্প্রতি যেকোন দুর্যোগে প্রাণহানির সংখ্যা ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে উপকূলে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)- তে আমাদের ৭৬১৪০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে; যার অর্ধেকই নারী। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ফলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। একারণে জেন্ডার রেসপনসিভ ক্যাটাগরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্মানসূচক 'জাতিসংঘ জনসেবা পদক-২০২১' অর্জন করেছে।

আমাদের সরকার অংশগ্রহণমূলক দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়তে দুর্যোগ প্রশমনে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের সক্ষমতা বেড়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, সম্পদ, সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত ১০০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০'তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা দুর্যোগ সহনশীল, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে সমর্থ হব, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এবার যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৩ অক্টোবর পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২৩'। দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাসে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই এ উদ্যোগ। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য "অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি"।

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর কোনো না কোনো দুর্যোগে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমির বৈশিষ্ট্য, নদীর সংখ্যাধিক্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অত্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলা করে দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় দুর্যোগ নীতিমালা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে প্রচলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেণ (জরুরি সাড়াদান, এাণ ও পুনরুদ্ধার) দুর্যোগের প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সামগ্রিক পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আগাম সতর্কবার্তা উপকূলীয় সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকার জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উপকূলে আমাদের ৭৬,১৪০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে, যার শতকরা ৫০ ভাগ মহিলা স্বেচ্ছাসেবক। বন্যাপ্রবণ এলাকায় অনুরূপ স্বেচ্ছাসেবক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান নগরসমূহেও প্রায় ৪৮০০০ প্রশিক্ষিত নগর স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। দুর্যোগে কাউকে বাদ দিয়ে নয়, সাড়াদান পর্যায়ে নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অসমতা দূরীকরণে দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ও দুর্যোগ সহনশীল বাসস্থান নির্মাণে দেশব্যাপী চালু রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার আশ্রয়ন প্রকল্প।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তায় ১৯৭২ সালে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র চালু হয়। সারা দেশে বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে বর্তমানে সাড়ে তিন'শ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে বন্যার আগাম তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে মৌসুমি বন্যার ৫ দিনের deterministic forecast ও ১০ দিনের probabilistic forecast দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আকস্মিক বন্যা মোকাবিলা ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে রিমোট সেনসিং, জিআইএস, রাডার, স্যাটেলাইট তথ্য-চিএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বন্যা আসার ৩ থেকে ৫ দিন আগেই বন্যার পূর্বাভাস ও বন্যার স্থারিত্ব সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন উন্নত গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাস ও সতর্কতাবার্তা প্রদান করা হচ্ছে। দেশবাসীকে আগাম সতর্কবার্তা দিতে দেশের ৮টি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে বজ্রপাত চিহ্নিতকরণ যন্ত্র বা লাইটনিং ডিটেকটিভ সেন্সর বসানো হয়েছে। তাছাড়া বজ্রপাতপ্রবণ ১৫টি জেলার ১৩৫ উপজেলায় ৩৩৫টি বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হয়েছে। ভূমিকম্পে কার্যকর অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পূর্বক সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জরুরি সাড়াদানকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় আজ বাংলাদেশ সারা বিশ্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উন্নয়নের এধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। পরিশেষে আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি

সভাপতি
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাণী

আজ ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখ, আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দিবসটি পালনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতিসংঘ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক দপ্তরের (UNDRR) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Fighting Inequality for a resilient future' যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি' যা সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। সাম্প্রতিক সময়ে সারাবিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও প্রতিবছর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ সংঘঠিত হচ্ছে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এসকল দুর্যোগকে নির্মূল করা সম্ভব না হলেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে দুর্যোগের সচেতনতা বৃদ্ধি হবে এবং পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আগামী দশকগুলোতে আমাদেরকে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব। বর্তমান সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত থেকে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন এবং সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে জান মালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসাই সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাঁচ দশক আগে জান মালের ক্ষয়ক্ষতি রক্ষায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনবান্ধব ও অন্তর্ভূক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমূলক কর্মসূচির প্রচলন করেছিলেন। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "ত্রাণ ও পুর্নবাসন মন্ত্রণালয়" ও "ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)" প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম সতর্কীকরণ বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ভিএইচএফ ও ইউএইচএফ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করেন। এছাড়া মুজিব কিল্লা, বেড়ী বাঁধ নির্মাণ ও বনায়নসহ বিভিন্ন যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপসারী পরিকল্পনা ও উদ্যেগের ফলশ্রুতিতে স্বাধীন বাংলাদেশে রোপিত হয়েছিল দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বীজ।

স্বপ্নদ্রষ্টা পিতার দেখানো পথের কান্ডারি তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বহির্বিশ্বের কাছে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কার্যক্রমের কারণে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন মর্যদাপূর্ণ পুরস্কার ও উপাধিতে ভূষিত করেছে। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় মাত্রায় রাখতে অকাঠামোগত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, নীতিমালা, পরিকল্পনা ও গাইডলাইন প্রস্তুত এবং কাঠামোগত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষভাবে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নির্মাণ, দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ, জেলা ত্রাণ গুদাম ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ, সেতু/কালর্ভাট নির্মাণ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয়, উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্ধার নৌযান ক্রয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অসমতা ও দুর্যোগ বিপদাপন্নতা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। দুর্যোগের কারণে যেমন অসমতা বৃদ্ধি পেতে পারে ঠিক তেমনি অসমতার ব্যবধান কমানোর মাধ্যমে দুর্যোগের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা যেতে পারে। দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে সকলে যাতে সমানভাবে আশ্রয় পেতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে আবার দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সুষম ত্রাণ বিতরণের ও জরুরি সেবা সকলের নিকট যাতে সমানভাবে পৌঁছায় সেদিকে আমারদের খেয়াল রাখা আবশ্যক।

দুর্যোগ মোকাবিলা আমাদের রয়েছে সুদীর্ঘ অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা। আমাদের অভিজ্ঞতা ও ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আইওটিসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের নতুন ঝুঁকি প্রতিরোধ ও বিদ্যমান ঝুকিহ্রাস করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যমসহ সর্বস্তরের জনগণকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাই।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমণ দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অব.), এমপি

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

দুর্যোগ মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসবিষয়ক দপ্তর United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)-এর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ১৩ অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' পালিত হয়। এ বছর UNDRR দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- 'Fighting inequality for a resilient future'; এ প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলায় আমরা প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-'অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের পথিকৃৎ। তিনি তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনায় দুর্যোগে বিপদাপন্ন মানুষের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা করেন। উপকূলবাসীর গবাদি পশু রক্ষার্থে মাটির উঁচু ডিবি নির্মাণ করার পরামর্শ দেন- যেখানে স্থানীয় লোকজ লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছিল। স্থানীয় জনগণ ভালোবেসে এগুলোর নাম দেন 'মুজিব কিল্লা'।

জাতির পিতার দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো সুদৃঢ়, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর ও গতিশীল করেছেন। তাঁর দূরদর্শী দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এক অনন্য উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশ্বে 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, লোকচর্চা এবং বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিক্রিয়াধর্মী সাড়াদান কার্যক্রম (Reactive Response) এর পরিবর্তে সক্রিয় আগাম উদ্যোগ (Proactive Response) এর উপর গুরুত্ব প্রদান করে পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী, শিশু প্রবীণ নাগরিকসহ সর্বস্তরের মানুষের কার্যকর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের মতো বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো, নির্দেশিকা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ঝুঁকিহ্রাস এবং সাড়াদান কার্যক্রমের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১৯ তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে।

ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, রাসায়নিক দুর্ঘটনা ও অন্যান্য মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য সাড়াদানকারী সংস্থার সক্ষমতা উন্নয়নে সুউচ্চ স্থানেও অগ্নিকাণ্ডে ব্যবহারযোগ্য মইসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করা হচ্ছে। কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবীদের অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও ড্রিল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বন্যা কবলিত এলাকায় মাল্টি-পারপাস অ্যাক্সেসিবল বোট বিতরণ করা হয়েছে। এ নৌকাগুলোতে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্ধার সক্ষমতা সংযোজন করা হয়েছে। এগুলো দুর্যোগ ঝুকিহ্রাস বিষয়ক সেন্দাই কর্মকাঠামো এবং Sustainable Development Goals (SDGs)-এর 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' (Leave No One Behind) মূলনীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে; যা এ বছরের প্রতিপাদ্য- 'অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২৩ পালনের একটি অন্যতম লক্ষ্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। জনপ্রতিনিধি, পেশাজীবী শ্রেণি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এনজিওকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৩ সফল ও জনকল্যাণকর হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোঃ কামরুল হাসান *এনডিসি*

যে কোনো মোবাইল থেকে ১০৯০-তে ফোন দিন, বিনামূল্যে দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্যসেবা নিন